ধানের বাদামি গাছফড়িং দমনে করণীয়

চলতি রোপা আমন মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ধানের জমিতে বাদামি গাছফড়িং এর আক্রমণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে (**চিত্র-১**)। বাচ্চা ও পূর্নবয়স্ক বাদামি গাছ ফড়িং উভয়ই ধান গাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খায় (**চিত্র-২**)। এক সাথে অনেক গুলো পোকা রস শুষে খাওয়ার ফলে গাছ প্রথমে হলদে ও পরে শুকিয়ে মারা যায় এবং দূর থেকে পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়। বাদামী গাছ ফড়িং এর এ ধরনের ক্ষতিকে 'হপার বার্ণ' বা 'ফড়িং পোড়া' বলে (**চিত্র-৩**)। ধানের শীষ আসার সময় বা তার আগে 'হপার বার্ণ' হলে কোন ফলনই পাওয়া যায় না। কৃষক এই পোকার আক্রমণ সনাক্ত করার আগেই অতিদ্রুত মাঠের সম্পূর্ন ফসল নষ্ট করে ফেলে। জলাবদ্ধ এলাকায় অনুকুল পরিবেশ থাকায় আমন ধানে বাদামী গাছফড়িং এর প্রাথমিক বংশবিস্তার হয় যা পরবর্তীতে আশে পাশের ধান ক্ষেতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

চিত্র-১: ধান গাছে বাদামি গাছফড়িং **চিত্র-২:** পূর্নবয়স্ক বাদামি গাছফড়িং **চিত্র-৩:** বাদামী গাছফড়িং আক্রান্ত ক্ষেত (হপার বার্ণ)

এই পোকার হাত থেকে ধান ফসল রক্ষার জন্য-

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- জমিতে পোকা বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে জমে থাকা পানি সরিয়ে ফেলুন।
- উর্বর জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করবেন না।
- পোকার আক্রমণ অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বার প্রান্তে পৌঁছলে (চারটি ডিমওয়ালা পেট মোটা পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পোকা বা ১০ টি বাচ্চা বাদামী গাছ ফড়িং বা উভয়ই) নিম্নলিখিত তালিকার যেকোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করুন। কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

পোকা	কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
	জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
বাদামী গাছ ফড়িং	পাইমেট্রোজিন	প্লিনাম ৫০ ডব্লিউজি	৫০০ গ্রাম
	থায়ামেথোক্সাম	একতারা ২৫ ডব্লিউজি	৬০ গ্রাম
	এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি	১.৩ কেজি
	ইমিডাক্লোপ্রিড	এডমায়ার ২০ এসএল	১২৫ এমএল
	এবামেক্টিন	সানমেক্টিন ১.৮ ইসি	১.০ লিটার
	এসিফেট	এসাটাফ ৭৫ এসপি	৭৫০ গ্রাম
	এসিটামিপ্রিড	প্লাটিনাম ২০ এসপি	৫০ গ্রাম
	কার্বোসালফান	মার্শাল ২০ ইসি	১.০ লিটার

কীটতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট